daily sun
TRUE & IMPARTIAL
Date:31-01-2016 Page:17, Col:6-8 Size:12 Col*Inc

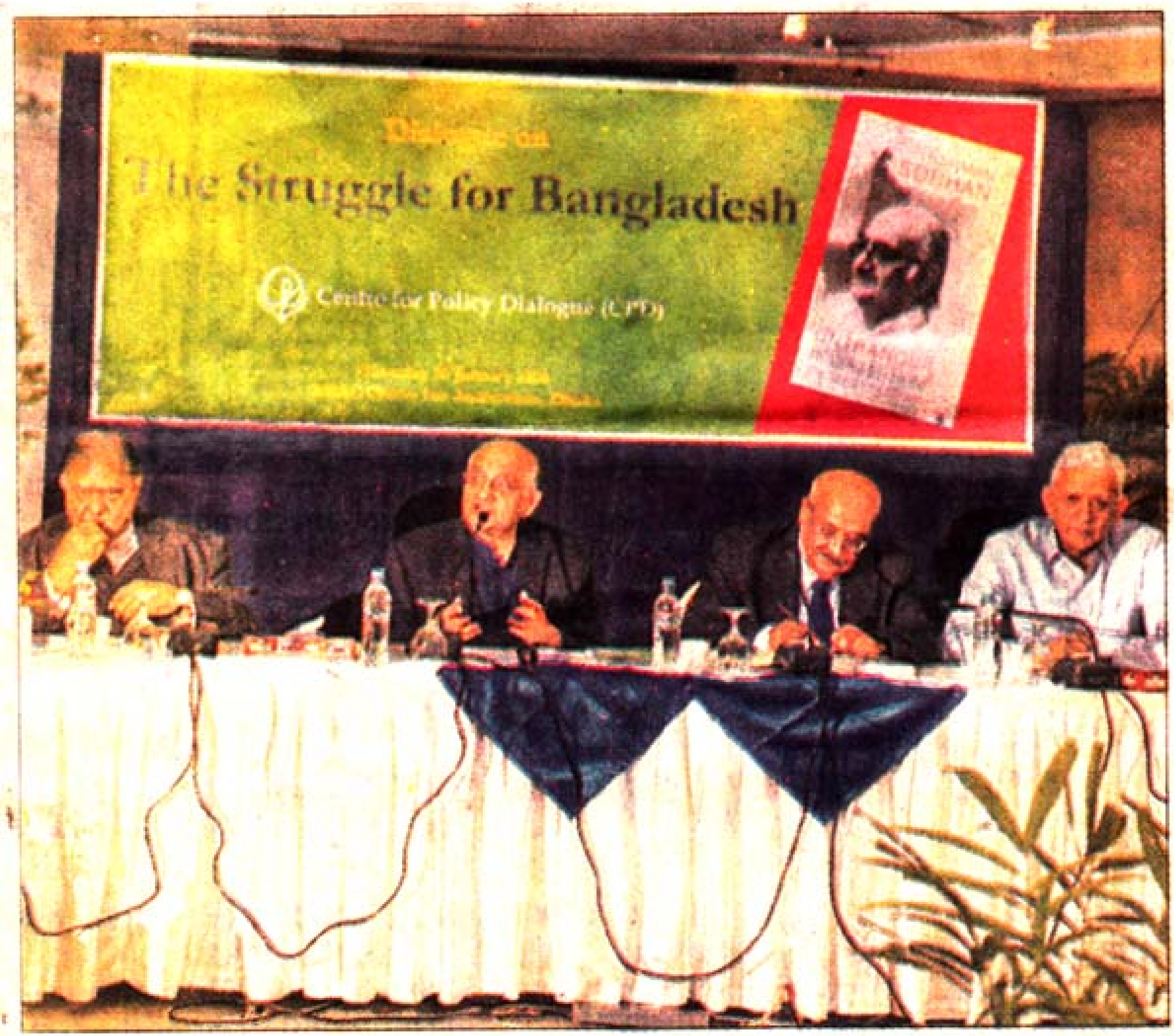

Prof Rehman Sobhan, Chairman of the Centre for Policy Dialogue (CPD) speaks at a dialogue on "The Struggle for Bangladesh" at BRAC Centre Inn in the capital on Saturday.

দৈনিক জনকণ্ঠ
Date:31-01-2016 Page 01 Col 6-7 Size:18.5 *Inc

রেহমান সোবহানের স্মৃতিকথায় মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বর্তমানকে বিশ্লেষণ এবং সেই ইতিহাসকে আরও গভীরভাবে বোঝা প্রয়োজন। এতে একাত্তরপরবর্তী বাংলাদেশের অর্জন, ব্যর্থতা ও ভবিষ্যত করণীয় চিহ্নিত করা যাবে। এজন্য তরুণ প্রজন্মকে ষাটের দশকের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক গণজাগরণ সম্পর্কে জানাতে হবে। যারা সেই জাগরণের সাক্ষী ছিলেন, তাদের উচিত বইয়ের মাধ্যমে তা তুলে ধরা।

শনিবার বিকেলে মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সিপিডি 'স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক এক ডায়ালগে এমন মূল্যায়ন উঠে আসে। অনুষ্ঠানে সিপিডি চেয়ারম্যান ও প্রখ্যাত রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ ড. রেহমান সোবহানের স্মৃতিকথা 'আনট্রাঙ্কুইল রিকালেকশনস, দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্টের ভিত্তিতে' ১৯৫৭-৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদরা। ৪৪৫ পৃষ্ঠার এই

(২ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

রেহমান সোবহানের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্মৃতিকথায় রেহমান সোবহানের পরিবার, কলকাতার শৈশব, দার্জিলিং-লাহোর এবং লন্ডনের কেম্ব্রিজে পড়াশোনা, রাজনৈতিক মূল্যবোধের জন্ম, ঢাকায় স্থায়ী হওয়ার সিদ্ধান্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান, পাকিস্তানের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে সক্রিয় হওয়া, বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে আসা এবং নিজের দেখা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনীতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বইয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ঢাবি অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক এমএম আকাশ ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। আলোচনার শুরুতে নিজের বই সম্পর্কে রেহমান সোবহান বলেন, আমি প্রামাণ্য ইতিহাস লিখিনি। ইতিহাসের যেসব ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতার আমি সাক্ষী, আমার চোখে সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস ও আকাঙ্ক্ষা জানতে হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পুরোপুরি জানতে হবে। এজন্য আমি সবাইকে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি পড়ার পরামর্শ দেব।

মুক্ত আলোচনায় রেহমান সোবহানের বন্ধু বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন বলেন, ষাট ও সত্তরের দশকে রাজনীতিতে ধর্মকে পুরোপুরিভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে। ছয় দফা ও ১১ দফার বিরুদ্ধে ধর্মকে দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের জন্য সেই অপচেষ্টা বাস্তবায়িত হয়নি। তরুণ প্রজন্মকে সেই ইতিহাস জানাতে হবে। এজন্য ষাটের দশকের গণজাগরণের সাক্ষীদের প্রামাণ্য বই লিখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন আদায়ে রেহমান সোবহানের নিবেদিত তৎপরতার প্রশংসা করে গওহর রিজভী বলেন, '৭৫ এর পরে ইতিহাস বিকৃতর করার ব্যাপক অপচেষ্টা হয়েছে। সামরিক শাসকদের অধীনে মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক বিভিন্ন ইস্যুতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ধরনের বই সেই সব বিভ্রান্তি দূর করবে। বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ বলেন, স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে ওয়ান পার্টি বা বাকশাল গঠন করা না হলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড হয়তো ঘটত না। বঙ্গবন্ধুকে ভুল বোঝানো হয়েছিল যে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্র কায়েম সম্ভব নয়। কিন্তু ওয়ান পার্টি রুল রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি করে। আর সেই সুযোগই নিয়েছিল উগ্রপন্থীরা।

প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য রেহমান সোবহানকে উদ্দেশ করে মওদুদ বলেন, স্বাধীনতার পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের ৯০ শতাংশ কলকারখানা জাতীয়করণ করা হলো। কিন্তু কখনই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী না হওয়া দল আওয়ামী লীগ কেন তা ধরে রাখতে পারেনি সে বিষয়ে আপনার পরবর্তী বইতে লিখবেন আশা করি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য। মুক্ত আলোচনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, ড. আকবর আলি খান, প্রফেসর ড. রওনক জাহান, সিপিবির মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদ নেতা খলীকুজ্জামান ও রাশেদা কে চৌধুরী প্রমুখ।

আলোকিত বাংলাদেশ
Date:31-01-2016 Page 12, Col 4-6 Size:21 Col*Inc

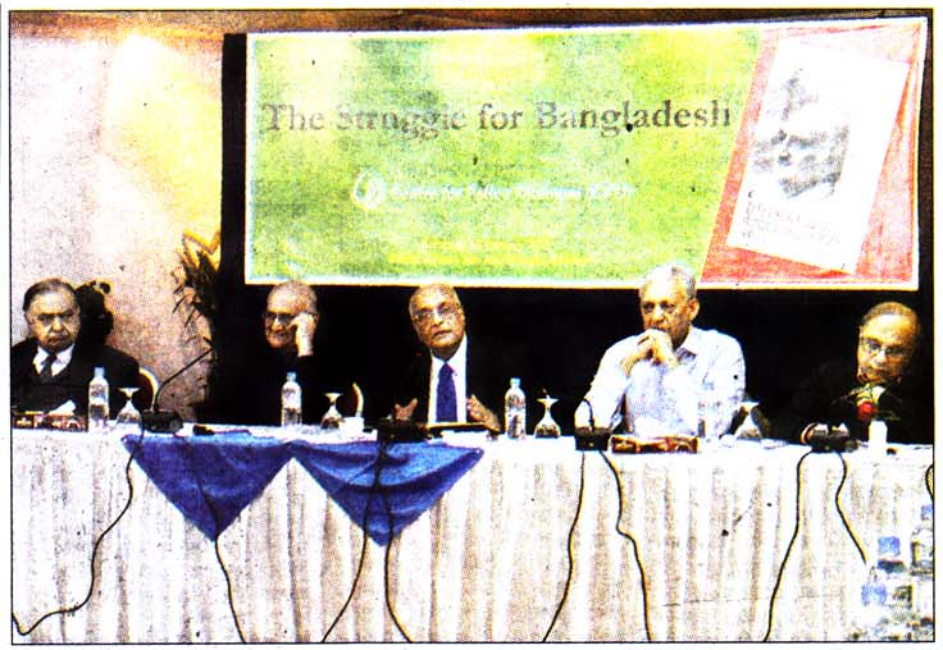

রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে সিপিডি আয়োজিত দ্য স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ● আলোকিত বাংলাদেশ

সিপিডির মূল্যায়ন

মূল্যবোধ এখন অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত

● নিজস্ব প্রতিবেদক

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মূল্যবোধ দেশপ্রেমঘেঁষা ছিল। বর্তমানে তা অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি স্বাধীনতার পরের সময়ের চেয়ে এখন আরও খারাপ হয়েছে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভায় এসব বিষয় উঠে আসে। শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে এ সভার আয়োজন করে সিপিডি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. রেহমান সোবহান। সংস্থার ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, ঢাকা ?বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, ঢাকা ?বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ কাজী খলীকুজ্জমান, বিআইজিডির নির্বাহী পরিচালক ড. সুলতান হাফিজ রহমান, রাজনীতিবিদ শমশের মবিন চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, মোয়াজ্জেম হোসেন সেলিম প্রমুখ। ড. রেহমান সোবহানের প্রকাশিত একটি বইয়ের ভিত্তিতে অনুষ্ঠানে ১৯৫৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। আনট্রাঙ্কুইল রিকালেকশনস, দি ইয়ার্স অব ফুলফিলমেন্ট শিরোনামের বইয়ে রেহমান সোবহানের শৈশব থেকে শুরু করে পেশাগত জীবন, রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনীতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। এসব বিষয়ে বক্তারা তখনকার প্রেক্ষাপটের সঙ্গে বর্তমান সময়ের তুলনা ও পর্যালোচনা এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

মূল্যবোধ এখন

● শেষ পৃষ্ঠার পর

তুলে ধরেন। স্বাধীনতা-পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বক্তারা।

প্রথম আলো
Date: 31-01-2016 Page 03, Col 4-7 Size: 34 Col*Inc

মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে গতকাল 'দ্য স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন (বাঁ থেকে) সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ড. কামাল হোসেন, রেহমান সোবহান, দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, গওহর রিজভী ও সুলতান হাফিজ রহমান ● ছবি : প্রথম আলো

সংবিধান না থাকলেও জনগণ ক্ষমতার মালিক থাকবে

রেহমান সোবহানের বইয়ের আলোচনায় ড. কামাল

বিশেষ প্রতিনিধি ●

কৃতী অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের স্মৃতিকথা *আনট্রাঙ্কুইল রিকালেকশনস, দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট*-এ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ব্যক্তির যাপিত জীবনের বর্ণনা আছে। দেশের সবচেয়ে উজ্জ্বল সময় ষাটের দশক, যেখানে চিন্তা, চিন্তকের সঙ্গে রাজনীতির চমৎকার সমন্বয়ের চিত্র আছে। এ বই অনেককে অনুপ্রাণিত করবে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন মিলনায়তনে 'দ্য স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক সংলাপে বক্তারা এই অভিমত দেন।

মুক্ত আলোচনায় গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন বলেন, 'ঐকমত্য গড়ে উঠেছিল বলে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম, স্বৈরাচারমুক্ত হয়েছিলাম। এ দেশে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ থাকবে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে বৈষম্য বিলোপ সম্ভব। সংবিধানকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেও জনগণ ক্ষমতার মালিক আর চার মূলনীতি থাকবে। সবাইকে উৎসাহিত [illegible]টি জাতীয় ঐক[illegible] গড়ে তোলার ব্যাপারে এ বইটার একটা অসাধারণ ভূমিকা থাকতে পারে।'

রেহমান সোবহানের স্মৃতিকথা *আনট্রাঙ্কুইল রিকালেকশনস, দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট*-এর ওপর ভিত্তি করে এ সংলাপের আয়োজন করে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় সংলাপে সূচনা বক্তব্য দেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। এরপর স্মৃতিকথা নিয়ে রেহমান সোবহান সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন।

> রেহমান সোবহানের স্মৃতিকথা *আনট্রাঙ্কুইল রিকালেকশনস, দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট*-এর ওপর ভিত্তি করে এ সংলাপের আয়োজন করে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

অনুষ্ঠানে রওনক জাহান বলেন, তখনকার শিক্ষকেরা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকতেন। ছাত্রদের তাঁরা অনুপ্রাণিত করলেও নিজেরা কখনো রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিলেন না। নিজেদের আদর্শের জায়গা থেকে তাঁরা সব সময় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করতেন।

প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের জন্য রেহমান সোবহানের অঙ্গীকার এত কঠিন ছিল যে দেশটির জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে তিনি পৃথিবীর নানা প্রান্তে গেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের স্মৃতিকথায় ইতিহাসের বর্ণনা আছে। তিনি ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাদের মনন গঠনে ভূমিকা রাখছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, বইটি রোমাঞ্চকর ও শিক্ষণীয়।

মুক্ত আলোচনায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমদ বলেন, 'আশা করব পরের বইতে লিখবেন যে কেন আপনারা সমাজতন্ত্র এমন একটি দলকে নিয়ে বাস্তবায়ন করতে চাইলেন, যারা সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস করে না। একদলীয় ব্যবস্থা যে হলো, বঙ্গবন্ধুকে বোঝানো হলো গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র অর্জন করা যাবে না।' এ প্রসঙ্গে সিপিবির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, কমিউনিস্ট পার্টি একদলীয় শাসন বা বাকশালের পক্ষে ছিল না। মণি সিংহ ও মোহাম্মদ ফরহাদের নেতৃত্বে সিপিবির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র চালু করতে একদলীয় শাসন পূর্বশর্ত নয়।

আলোচনায় সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান ও রাশেদা কে চৌধূরী, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, বিআইজিডির নির্বাহী পরিচালক সুলতান হাফিজ রহমান প্রমুখ অংশ নেন

সকালের খবর
Date:31-01-2016 Page: 12, Col6-7 Size: 31 Col*Inc

রেহমান সোবহানের বইয়ের ওপর সংলাপ

'একদলীয় শাসন ব্যবস্থা না হলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ঘটত না'

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

একদলীয় শাসন ব্যবস্থা গঠন করা না হলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ঘটত না। স্বাধীনতার পর এই একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করতে বামপন্থীরাই বঙ্গবন্ধুকে প্ররোচিত করেন বলে মন্তব্য করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।

তিনি বলেন, গণতন্ত্র না থাকলেও কিছু সুবিধাবাদী গোষ্ঠী ও দুষ্কৃতকারী

এরপর পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

ব্র্যাক সেন্টারে গতকাল সিপিডির আলোচনা সভায় অতিথিরা —সকালের খবর

একদলীয় শাসন ব্যবস্থা না হলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সুযোগ নেয়। স্বাধীনতার পর গণতন্ত্র থাকলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি হতো না।

অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের স্মৃতিকথা 'আনট্রাঙ্কুইল রিকালেকশনস, দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট' বইয়ের ওপর আয়োজিত 'দ্যা স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক এক সংলাপে তিনি এ মন্তব্য করেন।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) গতকাল ঢাকার ব্র্যাক ইন সেন্টারে এই সংলাপের আয়োজন করে। এই বইয়ের মধ্যে ১৯৫৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ, প্রবাসী সরকারের কর্মকাণ্ড, মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা, ছাত্র আন্দোলন, ছয় দফা এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেছেন রেহমান সোবহান। গত নভেম্বরে কলকাতায় বইটির আনুষ্ঠানিকভাবে মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

মওদুদ আহমদ বলেন, স্বাধীনতার পর রেহমান সোবহানের নেতৃত্বে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী তৈরি হয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ৯০ শতাংশ কল-কারখানা এবং ৮০ শতাংশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা হল। বঙ্গবন্ধুকে বোঝানো হল গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র অর্জন করা যাবে না। তাই একদলীয় শাসন দরকার। এতে বামপন্থী দলগুলোর ভূমিকা ছিল।

এ সময় তিনি রেহমান সোবহানকে উদ্দেশ করে বলেন, স্বাধীনতার পর সরকারে আপনার একটা ভূমিকা ছিল। প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। আপনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন। আপনারা কোন দলের অধীনে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ ওই সময় আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব ধারণ করার মতো অবস্থায় ছিল না। তারা তখন কিসের সঙ্গে জড়িত ছিল তা সবাই জানে। রেহমান সোবহানকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, আমরা আপনার কাছে জানতে চাইব কেন ওয়ানপার্টি রুল করা হয়েছিল।

মওদুদ আহমদ বলেন, আপনি নিজেকে একজন রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু বই থেকে বোঝা যায়, আপনি আসলে নিজেকে রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তবে আমি বলব আপনি রাজনীতিবিদ না হয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ হয়ে ভালোই করেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিবিদদের অবস্থা কেমন তা আপনি ভালো করেই বুঝতে পারছেন।

এ সময়ে রেহমান সোবহানের সহযোদ্ধা ও দেশের অন্যতম সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন বলেন, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাকে মুক্ত করতে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনে কাজ করেছি। যার মূল ধারণা ছিল জনগণ সব ক্ষমতার মালিক; যা সংবিধান ছিঁড়ে ফেলে দিলেও পরিবর্তন হবে না। আর এই ধারণাগুলো তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বইটি যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। ব্রিটিশ কলোনি যুগের অবসানের পর বাংলাদেশ হল প্রথম দেশ, যে দেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। সে সময় স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে যে কয়েকজন ব্যক্তি বহির্বিশ্বে সমর্থন আদায় করেছেন তাদের মধ্যে অধ্যাপক রেহমান সোবহান অন্যতম। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন-আমেরিকা দ্বন্দ্বের মধ্যে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে কাজ করেছেন রেহমান সোবহান।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে থাকাকালীন দিল্লির সরকারের কাছে তাজউদ্দীনকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপনে রেহমান সোবহানের ভূমিকা ছিল অনন্য। সে সময় জার্মানিসহ পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশ ছাড়া ভারতের ভেতরে বাংলাদেশি শরণার্থীদের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন না কেউ।

গওহর রিজভী বলেন, তিন দিক থেকে রেহমান সোবহান বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছেন। প্রথমটি হল আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠীকে পাকিস্তানে সহায়তা দিতে বিরত রাখার চেষ্টা, বিদেশে অবস্থানরত মিশনগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায় এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে সমর্থন আদায়। রেহমান সোবহান দৃঢ় মনোবলের মাধ্যমে এ কাজগুলো করেছেন।

সংলাপের সঞ্চালক সিপিডির সম্মানিত ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, স্বাধীনতাপূর্ব তত্ত্ব প্রণয়ন এবং প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে রেহমান সোবহান প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, রেহমান সোবহান শ্রেণি কক্ষে যা পড়াতেন তা মধুর কেন্টিনে আলোচনার ঝড় তুলত। আর এসব আলোচনায় ছাত্রদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত করতে ভূমিকা রেখেছিল। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা গঠনে বামপন্থীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কমিউনিস্ট পার্টি একদলীয় ব্যবস্থার সঙ্গে ছিল তবে এ ব্যবস্থার জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্ররোচিত করিনি।

অধ্যাপক এমএম আকাশ বলেন, রেহমান সোবহান তার বইটিতে উল্লেখ করেছেন, তিনজন মানুষ তাকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে ভূমিকা রেখেছিলেন। এ তিনজন হলেন– হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, তার নানা খাজা নাজিমুদ্দিন এবং বন্ধু ড. কামাল হোসেন।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার পূর্বে রেহমান সোবহানের ভূমিকা ছিল ইউনিক বা স্বতন্ত্র। তিনি ছিলেন, উগ্র বাম, উগ্র ডান এবং চিন্তাশীল বা চিন্তাশীল ডান। তিনি ছিলেন ডান এবং বামের সেতুবন্ধ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আকবর আলি খান রেহমান সোবহানের কাছে দুটি বিষয়ে জানতে চান। এর একটি হল–অভিজাত পরিবারে জন্ম নিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হলেন কিভাবে? তিনি আরও বলেন, সমাজতন্ত্র পতনের পর এ বিষয়ে তার কোনো প্রকাশনা আছে কি না। একই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের দুর্বলতা এবং শক্তি কী?

আমাদের সময়
Date:31-01-2016 Page 03, Col 5-7 Size: 10.5 col*inc

রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে গতকাল সিপিডি আয়োজিত 'স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক ডায়ালগে বক্তব্য রাখেন সিপিডির চেয়ারম্যান প্রফেসর রেহমান সোবহান ● আমাদের সময়

আমাদের সময়
Date:31-01-2016 Page 02, Col 4-5 Size: 10 col*inc

১৯৭১ সালের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ হয়েছে দেশ : সিপিডি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১৯৭১ সালের সময়কালের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ হয়েছে। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মূল্যবোধ প্রভৃতি অনেক বেশি দেশপ্রেমঘেঁষা ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। গতকাল রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে 'দি স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক সংলাপে এসব কথা জানায় সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

'আনট্রাংকুইল রিকালেকশনস, দ্য ইয়ার্স অব ফুলফিলমেন্ট' শিরোনামের বইয়ে রেহমান সোবহানের শৈশব থেকে শুরু করে পেশাগত জীবন, রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক-অর্থনীতি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনীতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। ওই বইয়ের বিষয়ে আয়োজিত সংলাপ অনুষ্ঠানে সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক এমএম আকাশ, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক বিএনপি নেতা শমসের মোবিন চৌধুরী, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান, রাশেদা কে চৌধুরী, ড. মির্জা আজিজুল ইসলাম, সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, আমি মনে করি, বঙ্গবন্ধুকে বোঝানো হলো, গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই 'ওয়ান পার্টি' দরকার। এর পরে 'ওয়ান পার্টি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ওয়ান পার্টি প্রতিষ্ঠাই বঙ্গবন্ধু হত্যার কারণ। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, সমাজতান্ত্রিক প্ররোচনায় ওয়ান পার্টি করা হয়নি। এ তথ্যটি সঠিক নয়।

ড. কামাল হোসেন বলেন, বইটিতে ব্রিটিশ শাসন, পাকিস্তানি শাসন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের বিশাল জয়– সব কিছুই আলোচনা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা পালন করেছে, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

ড. আকবর আলি খান বলেন, রেহমান সোবহান সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ চিন্তাধারা কেন বিশালভাবে বিকশিত হয়নি, সে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমরা মনে করি, তিনি (রেহমান সোবহান) আরও একটি বই লিখবেন এবং এ বিষয়টি পরিষ্কার করবেন।

তোমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
Date31-01-2016 Page01, Col2-3 Size: 7 Col*Inc

দেশের 'ডেফিনিটিভ' ইতিহাস নিয়ে বই নেই

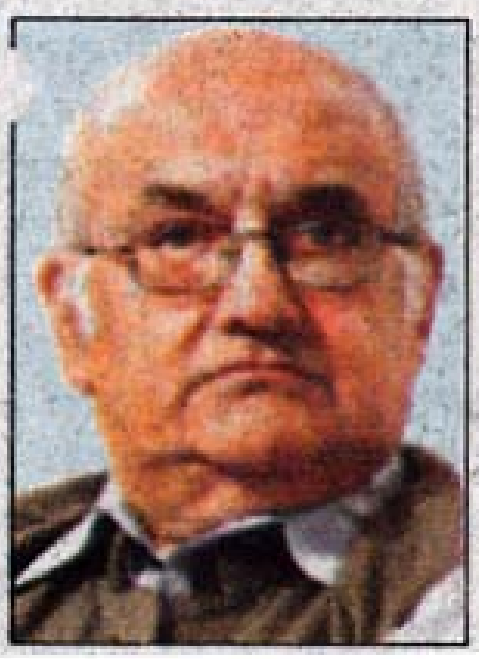

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. রেহমান সোবহান বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরের কাছাকাছি হয়ে গেছে। এখনো আমরা একেকজনের গল্প নিয়ে বই পাচ্ছি, যারা ওই সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল। বাংলাদেশের 'ডেফিনিটিভ' ইতিহাস নিয়ে একটি বই পাচ্ছি না। যেটি তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে দিতে পারি যাতে তারা বুঝতে পারে আমরা কোথা থেকে এসেছি। এটা আমারও এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

দেশের 'ডেফিনিটিভ'

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] ব্যর্থতা। গতকাল রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ—সিপিডি আয়োজিত 'দ্য স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন ড. রেহমান সোবহান। তার লেখা নতুন বই 'আনট্রাঙ্কুইল রিকালেকশনস্, দ্য ইয়ারস্ অব ফুলফিলমেন্ট' নিয়ে ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ড. কামাল হোসেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান ও রাশেদা কে চৌধুরী, সিপিবির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদের সভাপতি খালেকুজ্জামান, সৃজনের সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, সাবেক বিএনপি নেতা সমশের মবিন চৌধুরী, সাবেক প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ড. এম এম আকাশ ও সুলতান হাফিজ রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য। এর আগে গত ১৪ ডিসেম্বর ভারতের নয়াদিল্লিতে ওই বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও রেহমান সোবহানের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড. মনমোহন সিং। এই বইটি প্রকাশ করেছে ভারতের সেজ পাবলিকেশন। —নিজস্ব প্রতিবেদক

ভোরের ডাক
Date:31-01-2016 Page 01, Col 2-4 Size: 10.5 Col*Inc

গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগে বক্তব্য রাখেন সিপিডির চেয়ারম্যান প্রফেসর রেহমান সোবহান -ফোকাস বাংলা

বণিক-বার্তা
Date:31-01-2016 Page 02 Col 1-3 Size: 24 Col*Inc

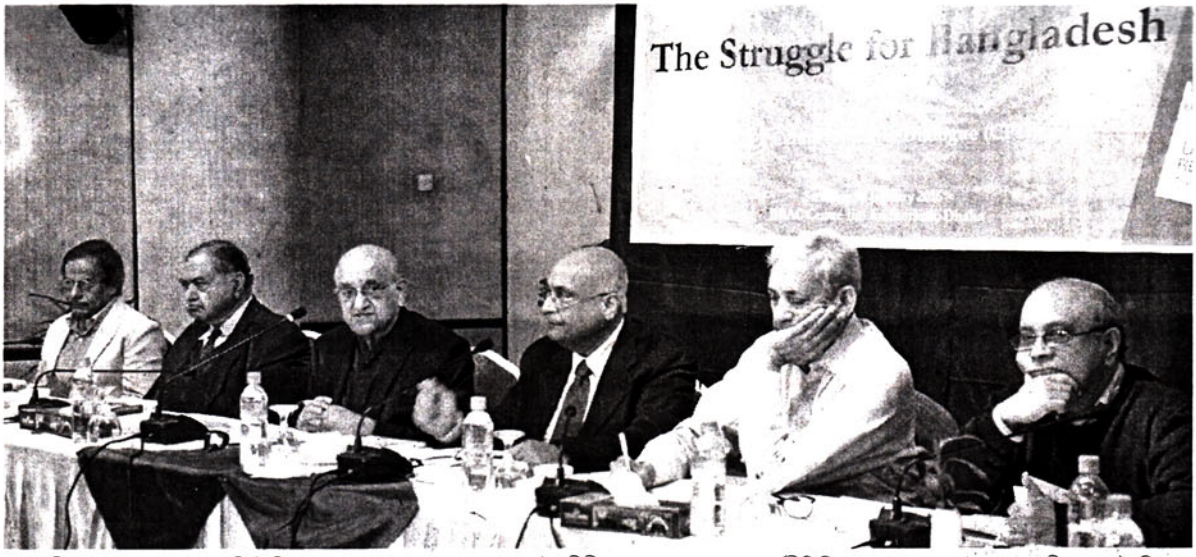

রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন অডিটোরিয়ামে গতকাল আলোচনা সভায় আইনজীবী ড. কামাল হোসেন, অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র-বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীসহ অন্যরা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

আলোচনা সভায় বক্তারা

১৯৭১-এ মূল্যবোধ দেশপ্রেমঘেঁষা ছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

১৯৭১ সালে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মূল্যবোধ অনেক বেশি দেশপ্রেমঘেঁষা ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক আলোচনায় বক্তারা এ কথা বলেন। অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের স্মৃতিকথা 'আনট্রাঙ্কুইল রিকালেকশনস, দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট' বইয়ের ওপর 'দ্য স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক এ আলোচনার আয়োজন করে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

অনুষ্ঠানে সিপিডির চেয়ারম্যান ড. রেহমান সোবহান প্রকাশিত বইটির ভিত্তিতে ১৯৫৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদরা।

'আনট্রাঙ্কুইল রিকালেকশনস, দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট' বইয়ে রেহমান সোবহানের শৈশব থেকে শুরু করে পেশাগত জীবন, রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক-অর্থনীতি ও মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনীতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন রেহমান সোবহান। এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তারা তখনকার প্রেক্ষাপটের সঙ্গে বর্তমান সময়ের তুলনা ও পর্যালোচনা তুলে ধরেন। আলোচনায় উঠে আসে ব্রিটিশ শাসন, পাকিস্তানি শাসন ও মহান মুক্তিযুদ্ধ। এছাড়া দেশের সমৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নে নানা প্রস্তাবনা উঠে আসে এতে।

আলোচনায় অংশ নেন প্রবীণ আইনজীবী ড. কামাল হোসেন, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র-বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক এম এম আকাশ, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক বিএনপি নেতা শমসের মোবিন চৌধুরী, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান, রাশেদা কে চৌধুরী, ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম প্রমুখ।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, 'স্যারের বইটি পড়ে যতটুকু জেনেছি, স্যার এলিট ক্লাসে বড় হয়েছেন। বইটি দেশে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে অনেক প্রেক্ষাপট বইটিতে স্থান পেয়েছে।'

তিনি বলেন, 'আপনাকে (রেহমান সোবহান) আরো একটি বই লিখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার ভূমিকা আমরা জানি এবং তা আপনি এ বইয়েও লিখেছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়েও দেশ গঠনে আপনার ভূমিকা আছে। এ বিষয়ে আপনার লেখা চাই আমরা।'

মওদুদ বলেন, আমি মনে করি, বঙ্গবন্ধুকে বোঝানো হলো, গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই 'ওয়ান পার্টি' দরকার। এর পরে 'ওয়ান পার্টি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ওয়ান পার্টি প্রতিষ্ঠাই বঙ্গবন্ধু হত্যার কারণ।

তবে এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, সমাজতান্ত্রিক প্ররোচনায় ওয়ান পার্টি করা হয়নি। তথ্যটি সঠিক নয়। রেহমান সোবহানের বই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্যারের বইটি চমৎকার লেখনীসমৃদ্ধ। দেশের সব তরুণের কাছে এটি পৌঁছে দেয়া দরকার।

সংবিধানপ্রণেতা ড. কামাল হোসেন বলেন, বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ছোট ঘরের মধ্যে আলোচনা না করে বাংলা একাডেমিতে এ বই প্রসঙ্গে আলোচনা করা দরকার। এতে ব্রিটিশ শাসন, পাকিস্তানি শাসন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের বিশাল জয়— সবকিছুই আলোচনা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা পালন করেছে, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

ড. আকবর আলি খান বলেন, রেহমান সোবহান অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে বিষয়গুলো বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। রেহমান সোবহান সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ চিন্তাধারা কেন বিকশিত হয়নি, সে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমরা মনে করি, তিনি (রেহমান সোবহান) আরো একটি বই লিখবেন এবং বিষয়টি পরিষ্কার করবেন।

দৈনিক
দিনকাল
Date:31-01-2016 Page 08, Col 3-5 Size: 7.5 Col*Inc

১৯৭১ সালের চেয়ে দেশ এখন খারাপ হয়েছে : সিপিডি

দিনকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১৯৭১ সালের সময়কালের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ হয়েছে। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মূল্যবোধ প্রভৃতি অনেক বেশি দেশপ্রেম ঘেঁষা ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে গতকাল শনিবার বিকেলে সিপিডি আয়োজিত 'স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক এক ডায়ালগে এমন মূল্যায়ন উঠে আসে। অনুষ্ঠানে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)'র চেয়ারম্যান ড. রেহমান সোবহানের প্রকাশিত একটি বইয়ের ভিত্তিতে ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদরা। 'আনট্রাঙ্কুইল রিকালেকশনস, দ্য ইয়ার্স অব ফুলফিলমেন্ট' শিরোনামের বইয়ে রেহমান সোবহানের শৈশব থেকে শুরু করে পেশাগত জীবন, রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক-অর্থনীতি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনীতির বিভিন্ন দিক > পৃ ৭ ক ৬>

১৯৭১ সালের চেয়ে

শেষ পাতার পর

আলোচনা করা হয়েছে। এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে বক্তারা, তখনকার প্রেক্ষাপটের সাথে বর্তমান সময়ের তুলনা ও পর্যালোচনা তুলে ধরেন। স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বক্তারা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, ঢাকা বিদ্যালয়ের এমিরেটস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, ঢাকা বিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর এম এম আকাশ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ কাজী খলীকুজ্জামান, বিআইজিডির নির্বাহী পরিচালক ড. সুলতান হাফিজ রহমান, রাজনীতিবিদ শমসের মবিন চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, মোয়াজ্জেম হোসেন সেলিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:31-01-2016 Page: 02, Col 6-8 Size: 09 Col*Inc

গতকাল ব্র্যাক সেন্টারে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের স্মৃতি কথা আনট্রাকুইল রিকালেকশন দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট শীর্ষক বইয়ের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় —ইত্তেফাক

যায়যায়দিন
Date:31-01-2016 Page 01, Col 5-8 Size: 35.5 col*inc

১৯৭১-এ মূল্যবোধ দেশপ্রেম ঘেঁষা ছিল এখন অনুপস্থিত

সিপিডির মূল্যায়ন

যাযাদি রিপোর্ট

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১৯৭১ সালের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ হয়েছে। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মূল্যবোধ প্রভৃতি অনেক বেশি দেশপ্রেম ঘেঁষা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেটা অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে শনিবার বিকালে সিপিডি আয়োজিত 'স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক এক সংলাপে এমন মূল্যায়ন করেন বক্তারা।

অনুষ্ঠানে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান ড. রেহমান সোবহানের প্রকাশিত একটি বইয়ের ভিত্তিতে ১৯৫৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্টজনরা।

'আনট্রাক্কইল রিকালেকশন্স, দ্য ইয়ার্স অব ফুলফিলমেন্ট' শিরোনামের ওই বইয়ে রেহমান সোবহানের শৈশব থেকে শুরু করে পেশাগত জীবন, রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক-অর্থনীতি পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

শনিবার রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে সিপিডি আয়োজিত 'স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক ডায়ালগে বক্তৃতা করেন সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান। তার বাঁয়ে সংস্থার ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী–যাযাদি

১৯৭১-এ মূল্যবোধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনীতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে।

বইটির ওপর আলোচনা করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক এমএম আকাশ বলেন, '১৭টি অধ্যায়ে রচিত বইটিকে দুটি খণ্ডে ভাগ করা যায়। প্রথম ৮ অধ্যায়ে উঠে এসেছে ১৯৩৬-১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ব্যক্তি রেহমান সোবহানের জীবন সম্পর্কে। পরের ৯টি অধ্যায়ে ১৯৫৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে রেহমান সোবহানের দৃষ্টিভঙ্গি, পর্যালোচনা এবং বিচার-বিবেচনা স্থান পেয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'বইটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। সে ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি, স্বাধীনতা- পরবর্তী সময় বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তখন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল্যায়ন ছিল সমাজে। কিন্তু শুনতে খারাপ হলেও সত্যি যে, ঢাবি আর আগের অবস্থায় নেই। তেমনই দেশের অবস্থাও সেই ১৯৭১ সাল সময়কালের মতো নেই– রাজনৈতিক ভাবেও নয়, সামাজিক মূল্যবোধের বিষয়েও নয়।'

এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তারা, তখনকার প্রেক্ষাপটের সঙ্গে বর্তমান সময়ের তুলনা ও পর্যালোচনা তুলে ধরেন। স্বাধীনতার আগের ও পরের সময় বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বক্তারা।

সংলাপে উঠে আসে ব্রিটিশ শাসন, পাকিস্তানি শাসন এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা। এ ছাড়া দেশের সমৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নে নানা প্রস্তাবনা।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'দেশের রাজনৈতিক বিবর্তন সম্পর্কে জানতে হলে বইটি অবশ্য পাঠ্য। এ জন্য ইংরেজিতে রচিত বইটিকে বাংলায় অনুবাদের প্রস্তাব দেন তিনি।

এই মন্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে সিপিডির ফেলো অধ্যাপক রওনক জাহান বলেন, 'বইটিতে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সমাজতান্ত্রিক উত্থানসহ বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে, যেটা আন্তর্জাতিকভাবে খুব প্রয়োজনীয় এবং তথ্যবহুল। সে ক্ষেত্রে ইংরেজিতে না হলে বইটি তার মূল্যমান কিছুটা হারাবে।'

বইটি প্রসঙ্গে সংবিধানপ্রণেতা ড. কামাল হোসেন বলেন, 'সময়কাল বিবেচনা কিংবা প্রেক্ষাপট বা বিষয়বস্তু বিবেচনা, সব দিক থেকে বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার।'

তিনি আরো বলেন, 'এই বইয়ের পরিধি এত বিশাল, এই ছোট ঘরের মধ্যে আলোচনা না করে বাংলা একাডেমিতে এই বই প্রসঙ্গে আলোচনা করা দরকার। ব্রিটিশ শাসন, পাকিস্তানি শাসন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের বিশাল জয়- সবকিছুই আলোচনা করা হয়েছে এতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা পালন করেছে, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আমি বলব, এটি শুধু বই নয়, ইতিহাসের উপাদান।'

অর্থনীতিবিদ ড. আকবর আলি খান বলেন, 'রেহমান সোবহান অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে বিষয়গুলো বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। রেহমান সোবহান সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই চিন্তাধারা কেন বিশালভাবে বিকশিত হয়নি, সে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমরা মনে করি, তিনি (রেহমান সোবহান) আরো একটি বই লিখবেন এবং এ বিষয়টি পরিষ্কার করবেন।'

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র-বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বিআইজিডির নির্বাহী পরিচালক ড. সুলতান হাফিজ রহমান, রাজনীতিবিদ শমসের মবিন চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, মোয়াজ্জেম হোসেন সেলিম, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, কমরেড খলিকুজ্জামান, রাশেদা কে চৌধুরী, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, বাংলাদেশে হাঙ্গার প্রজেক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর বদরুল আলম মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আপনিক নয় ক্ষুণ্ণ সত্য
কালের কণ্ঠ
Date31-01-2016 Page 02 Col 4-5 Size 08 Col*Inc

রেহমান সোবহানের বই নিয়ে আলোচনায় বক্তারা

আইয়ুব আমলেও রাজনীতিতে বিতর্কের স্থান ছিল, এখন নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পাকিস্তান আমলে স্বৈরাচার আইয়ুব খানের সময়ও রাজনীতিতে তর্ক-বিতর্কের স্থান ছিল, এখন সেটা নেই। এ বক্তব্য উঠে এসেছে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের নতুন একটি বই নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে, যেখানে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সুধীসমাজের বড় অংশের উপস্থিতি ছিল। অনুষ্ঠানে বহু বছরের সংগ্রাম আর বহু মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের স্বাধীনতা এলেও মানুষের মুক্তি কেন মেলেনি তা নিয়ে একটি বই লেখার অনুরোধ করা হয়।

রেহমান সোবহানের বইটির নাম 'আনট্রাংকুইল রিকালেকশনস, দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট'। ভারতের সেজ পাবলিকেশন বইটি প্রকাশ করেছে। এতে উঠে এসেছে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের পরিবার, তাঁর বড় হওয়া ও শিক্ষাজীবনের দিনগুলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও রাজনীতিতে ভূমিকার কথা। পাশাপাশি ১৯৫৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম নিয়ে তাঁর নিজস্ব কথা। নয়াদিল্লিতে গত ১৪ ডিসেম্বর এক অনুষ্ঠানে বইটি প্রকাশ করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং। বইটি নিয়ে গতকাল শনিবার সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) 'দ্য স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বইটি নিয়ে মূল আলোচক ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মনজুরুল ইসলাম, ড. এম এম আকাশ ও সুলতান হাফিজ রহমান। এ ছাড়া ড. কামাল হোসেন, মওদুদ আহমদ, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, খালেকুজ্জামান, ড. আকবর আলি খান, রাশেদা কে চৌধুরী, ড. বদিউল আলম মজুমদার, সমশের মবিন চৌধুরী, আবুল হাসান চৌধুরীসহ অনেকেই বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

মানবজমিন
Date:31-01-2016 Page 02, Col 1-4 Size: 18 Col*Inc

ড. রেহমান সোবহানের বইয়ের ওপর আলোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে

অর্থনৈতিক রিপোর্টার: ১৯৪৭'র দেশ ভাগ, ৫২'র মহান ভাষা আন্দোলন, ৭১'র মুক্তিযুদ্ধ থেকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে পরিচিত ঢাবি তার সেই ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। সেটা ফিরিয়ে আনতে হবে। বর্তমান ঢাবিকে দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না এই ঢাবি সেই ঢাবি। কথাগুলো বলেছেন সংবিধান প্রণেতা ও গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন। গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'বাংলাদেশের জন্য সংগ্রাম' শীর্ষক এক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের আত্মকথা 'আনট্রাঙ্কুইল রিকালেকশনস, দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট' বইয়ের ওপর এ সংলাপ আয়োজন করা হয়। ড. কামাল হোসেন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি ছিল? কোথায় কিভাবে ভূমিকা রেখেছে? কি কাজ করেছে? এখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখে কেউ তা বিশ্বাস করবে না। কারা এর সঙ্গে জড়িত? এটা অসহ্য বিষয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হারানো সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে রেহমান সোবহানের বই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় এই সংলাপে আরও অংশ নেন- অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গহর রিজভী, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, ড. আকবর আলি খান, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, ঢাবির অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক এম এম আকাশ, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক বিএনপি নেতা শমসের মবিন চৌধুরী, রাশেদা কে চৌধুরী, সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম প্রমুখ। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য রেহমান সোবহানের উদ্দেশে বলেন, স্বাধীনতার পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আপনারা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী তৈরি করলেন। দেশের ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ ৯০ শতাংশ কলকারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় করা হলো। বঙ্গবন্ধুকে বোঝানো হলো গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই ওয়ান পার্টি দরকার। আমারা আশা করি আপনার পরবর্তী বইয়ে এই বিষয়ে থাকবে- স্বাধীনতার পর কিভাবে ওয়ান পার্টি আসলো। এ বিষয়ে আপনি আমাদের জানাবেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ওয়ান পার্টি বা বাকশাল গঠন না করা হলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ঘটতো না। রেহমান সোবহানকে উদ্দেশ্য করে মওদুদ আহমদ বলেন, আপনি নিজেকে একজন রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু বই থেকে বুঝা যায় আপনি আসলে নিজেকে রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা ছিল। তবে আমি বলব আপনি রাজনীতিবিদ না হয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ হয়ে ভালোই করেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিবিদদের অবস্থা কেমন তা আপনি ভালো করেই বুঝতে পারছেন। অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান জানান, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত ডাইরি থেকেই বইটি লেখার শুরু। তিনি বলেন, এটি আমার একার গল্প নয়, আমাদের গল্প। তিনি বলেন, এ বইটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস নয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তিনি যতটুকু দেখেছেন, তা-ই তুলে ধরেছেন। ড. গহর রিজভী বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারত-পকিস্তানের বিষয় ছিল না। এটি ছিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ভারত প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে সহায়তা করেনি, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় ধরে নিয়ে করেছিল। তবে বাংলাদেশ থেকে যখন ১ লাখ মানুষ ভারতে চলে গেল, তখন ভারত ভাবলো এর একটা সমাধান হওয়া উচিত। অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ঐতিহ্য রয়েছে। কিন্তু বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর আগের স্থানে নেই। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সেনাবাহিনী আস্তানা গাড়তে গেছে। অধ্যাপক আনু মাহমুদের মতো ব্যক্তিকে পেটানো হয়েছে। এটা কিছুতেই কাম্য নয়। সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, প্রচলিত আছে কমিউনিস্ট পার্টির প্ররোচনায় বঙ্গবন্ধু ওয়ান পার্টি করেন। এটি মোটেও ঠিক নয়। তবে আমরা এর (ওয়ান পার্টি) সঙ্গে ছিলাম। এর আগে নয়াদিল্লিতে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।

নয়া দিগন্ত
Date:31-01-2016 Page 03 Col 1-4 Size: 18 Col*Inc

'স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক ডায়ালগ অনুষ্ঠিত

● নিজস্ব প্রতিবেদক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক এক ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানী মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে গতকাল বিকেলে সিপিডির চেয়ারম্যান ড. রেহমান সোবহানের প্রকাশিত একটি বইয়ের ভিত্তিতে ১৯৫৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদেরা।

'আনট্রাঙ্কইল রিকালেকশনস, দ্য ইয়ার্স অব ফুলফিলমেন্ট' শিরোনামের বইয়ে রেহমান সোবহানের শৈশব থেকে শুরু করে পেশাগত জীবন, রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক-অর্থনীতি ও মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনীতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে।

এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তারা তৎকালীন প্রেক্ষাপটের সাথে বর্তমান সময়ের তুলনা ও পর্যালোচনা করেন। স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তারা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেন সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন, শিক্ষাবিদ প্রফেসর আনিসুজ্জামান, অর্থনীতিবিদ ■ ১৩ পৃ: ৪-এর কলামে

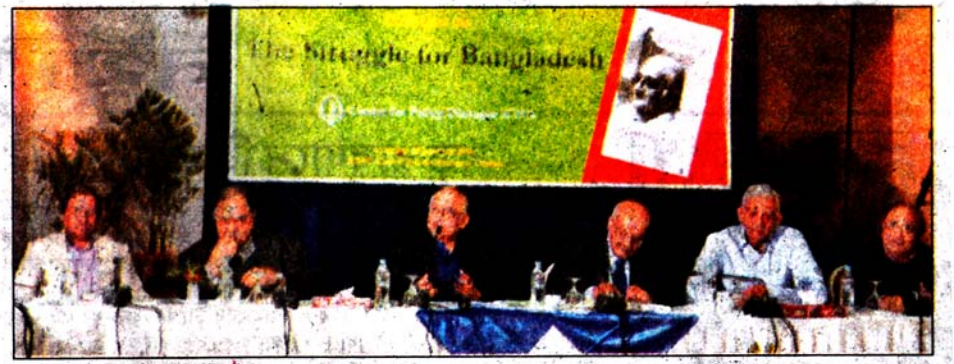

রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে গতকাল সিপিডির সংলাপে অতিথিরা ■ নয়া দিগন্ত

'স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক ডায়ালগ

৩য় পৃষ্ঠার পর

রেহমান সোবহান, সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক এম এম আকাশ, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক বিএনপি নেতা শমসের মোবিন চৌধুরী, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান, রাশেদা কে চৌধুরী, ড. মির্জা আজিজুল ইসলাম, সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম প্রমুখ।

সংলাপে উঠে আসে ব্রিটিশ শাসন, পাকিস্তানি শাসন ও আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা। এ ছাড়া দেশের সমৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নে নানা প্রস্তাবনা উঠে আসে।

সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন বলেন, বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ছোট ঘরের মধ্যে আলোচনা না করে বাংলা একাডেমিতে এ বই প্রসঙ্গে আলোচনা করা দরকার। ব্রিটিশ শাসন, পাকিস্তানি শাসন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের বিশাল জয়– সব কিছুই আলোচনা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা পালন করেছে, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। ড. আকবর আলি খান বলেন, রেহমান সোবহান অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে বিষয়গুলো বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। রেহমান সোবহান সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাসী। এ চিন্তাধারা কেন বিশালভাবে বিকশিত হয়নি, সে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হওয়া দরকার।

সংবাদ প্রতিদিন
Daily Sangbad Protidin
Date:31-01-2016 Page: 08, Col 2-4 Size:12 Col*Inc

গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে সিপিডি আয়োজিত দ্যা স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রফেসর রেহমান সোবহান —সংবাদ প্রতিদিন

সংবাদ
Date:31-01-2016 Page 16 Col 1-2 Size: 18 Col*Inc

'ডায়ালগ অন স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ'

ভারত-রাশিয়া মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের চিত্র পাল্টে যায়

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারত-রাশিয়া মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের চিত্র পাল্টে যায় বলে জানিয়েছেন বিশিষ্টজনরা। তারা বলেন, চুক্তির আগে মুক্তিযুদ্ধের ধরন ছিল গেরিলা, চুক্তির পর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বেশি পরিমাণ অস্ত্র আসতে থাকে। গেরিলা যুদ্ধ রূপ নেয় সম্মুখযুদ্ধ। ঢাকাকে শত্রুমুক্ত করার কৌশল নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ এগুতে থাকে।

গতকাল ব্র্যাক ইন সেন্টারে অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের আত্মজীবনীমূলক বইয়ের প্রকাশনা উপলক্ষে 'ডায়ালগ অন স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন। সংলাপের আয়োজন করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. কামাল হোসেন, সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, কূটনীতিক সমসের মবিন চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. এমএম আকাশ, বাসদ সভাপতি খালেকুজ্জামান, মুক্তিযোদ্ধা মফিদুল ইসলাম, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল আহসান, উন্নয়নকর্মী বদিউজ্জামানসহ প্রমুখ প্রবীণ রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ। পররাষ্ট্র বিষয় বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী বলেছেন, '৭১-এ ভারত-রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের রূপ পাল্টে যায়। চুক্তির আগে মুক্তিযুদ্ধকে গেরিলা যুদ্ধের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

যুদ্ধের : চিত্র

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

যুদ্ধ নামে জানলেও চুক্তির পর রূপ নেয় সম্মুখ যুদ্ধে। এরপর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অনেক বেশি পরিমাণ অস্ত্র আসতে থাকে।

ড. কামাল হোসেন বলেন, মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের অবিচার থেকে শুরু হয় জাগরণ। যে জাগরণকে সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের রূপ দেন বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে। কিন্তু সেটা সহজ ছিল না। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়। '৭০-এর নির্বাচনে জনগণ শক্তি যুগিয়েছিল। যার চূড়ান্ত রূপ নেয় ২০৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৭১-এর উত্তাল মার্চে আলোচনার সময় পাকিস্তানি শাসকদের আমাদের বলা হাতা ২৫ তারিখে সব খবর দেয়া হবে। কিন্তু ওই রাতে খবরে বদলে ক্যান্টেনমেন্ট থেকে বের হলো ট্রাঙ্ক-কামান।

তিনি বলেন, ঐকমত্যের মাধ্যমে সব মহান অর্জনগুলো এসেছে। আগামীতেও ঐকমত্যের মাধ্যমে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবেই। একই সঙ্গে ইতিহাস ঐতিহ্য আর আমাদের মহান অর্জনগুলো সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে।

স্বাধীনতা উত্তর সময়কে 'পলিটিক্যাল ট্রান্সজেকশন' উল্লেখ করে সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, এখন জানার সময় এসেছে আওয়ামী লীগকে আদর্শিকভাবে প্রস্তুত না করে কিভাবে সমাজতান্ত্রিক ধারায় ৯৫ শতাংশ শিল্প কারখানা ও ৮৫ শতাংশ ব্যাংক বীমা জাতীয়করণ করা হলো? কিভাবে প্রথম-পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলো? কিভাবে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশালে রূপান্তর হলো? কমিউনিস্ট-ন্যাপকে ইঙ্গিত করে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েমই বঙ্গবন্ধুর হত্যার কারণ।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, '৬০ দশকে রেহমান সোবহানের বক্তৃতা সকল প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের শক্তি হিসাবে কাজ করত। তিনি কথা বলতে ক্লাসে। সেই কথা মধুর কেন্টিনে এসে শক্তিতে রূপান্তর হতো। মওদুদ আহমেদের বক্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বা জাতীয়করণে সিপিবি কখনো বঙ্গবন্ধুকে প্ররোচনা দিত না।

ড. আকবর আলী খান বলেন, রেহমান সোবহান অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে বিষয়গুলো বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। রেহমান সোবহান সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ চিন্তাধারা কেন বিশালভাবে বিকশিত হয়নি, সে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমরা মনে করি, তিনি (রেহমান সোবহান) আরও একটি বই লিখবেন এবং এ বিষয়টি পরিষ্কার করবেন।

দৈনিক
সংগ্রাম
Date:31-01-2016 Page 01, Col 6-8 Size: 25 Col*Inc

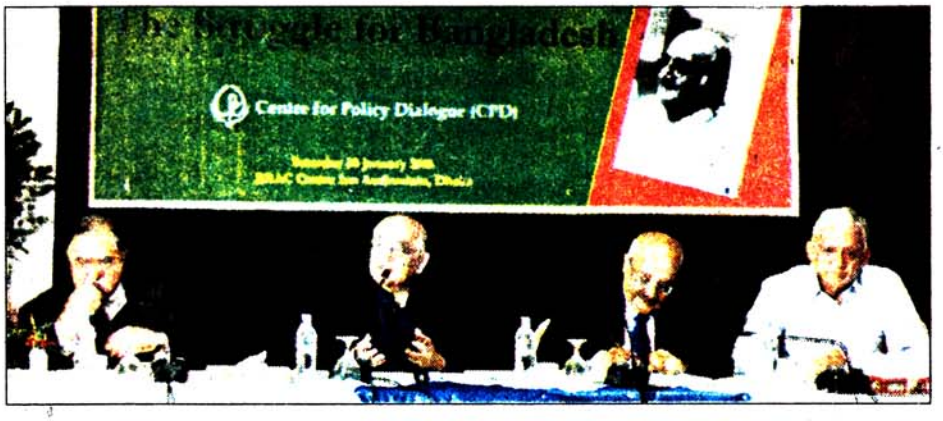

গতকাল শনিবার ব্র্যাক সেন্টারে সিপিডি আয়োজিত দি ট্রাগল ফর বাংলাদেশ শীর্ষক ডায়ালগে বক্তব্য রাখেন রেহমান সোবহান –সংগ্রাম

রেহমান সোবহানের গ্রন্থ আলোচনা অনুষ্ঠানে বিতর্ক

ওয়ান পার্টি প্রতিষ্ঠাই বঙ্গবন্ধু হত্যার কারণ

----------মওদুদ আহমদ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী লীগ শাসনামল ও বাকশাল গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে বোঝানো হলো গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই 'ওয়ান পার্টি' দরকার। এর পরে 'ওয়ান পার্টি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ওয়ান পার্টি প্রতিষ্ঠাই বঙ্গবন্ধু হত্যার কারণ।

গতকাল শনিবার বিকেলে রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য (প্রতিমন্ত্রী মর্যাদায়) ড. রেহমান সোবহানের স্মৃতিকথা 'আনট্রাঙ্কুইল রিকাকেশনস, দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট' বইয়ের ওপর 'দ্য স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক সংলাপে তিনি এ কথা বলেন। এ সময়ে অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদরা মধুর বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। দেশবরেণ্য রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদের মিলনমেলা বসে বইটির আলোচনায়। সংলাপে উঠে আসে ব্রিটিশ শাসন, পাকিস্তানী শাসন ও আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা। এছাড়া দেশের সমৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের *(১১-এর পৃষ্ঠার ২ কলাম)*

বঙ্গবন্ধু হত্যার কারণ

(১ম পৃ: ৮-এর ক: পর)

উন্নয়নে নানা প্রস্তাবনা উঠে আসে।

অর্থনীতিবিদ ড. রেহমান সোবহান বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। সিপিডি আয়োজিত উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে আরো অংশ নেন সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন, শিক্ষাবিদ প্রফেসর আনিসুজ্জামান, বইটির লেখক অর্থনীতিবিদ ড. রেহমান সোবহান, সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক এডভোকেট সুলতানা কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক এম এম আকাশ, সাবেক বিএনপি নেতা শমসের মবিন চৌধুরী, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান, রাশেদা কে চৌধুরী, ড. মির্জা আজিজুল ইসলাম, সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম প্রমুখ।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আরো বলেন, স্যারের বইটি পড়ে যতটুকু জেনেছি, স্যার এলিট ক্লাসে বড় হয়েছেন। এ বইটি দেশে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে অনেক প্রেক্ষাপট বইটিতে স্থান পেয়েছে। তিনি বলেন, 'আপনাকে (রেহমান সোবহান) আরো একটি বই লিখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আপনার ভূমিকা আমরা জানি এবং তা আপনি এ বইয়েও লিখেছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়েও দেশ গঠনে আপনার ভূমিকা আছে। এ বিষয়ে আপনার লেখা চাই আমরা। তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনীতির চাকা মজবুত করতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়।

তবে এতে দ্বিমত পোষণ করে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, সমাজতান্ত্রিক প্ররোচনায় ওয়ান পার্টি করা হয়নি। এ তথ্যটি সঠিক নয়। রেহমান সোবহানের বই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্যারের বইটি চমৎকার লেখনিসমৃদ্ধ। দেশের সকল তরুণের কাছে এটি পৌছে দেয়া দরকার।

সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন বলেন, বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ছোট ঘরের মধ্যে আলোচনা না করে বাংলা একাডেমিতে এ বই প্রসঙ্গে আলোচনা করা দরকার। ব্রিটিশ শাসন, পাকিস্তানী শাসন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের বিশাল জয়- সব কিছুই আলোচনা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা পালন করেছে, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

ড. আকবর আলি খান বলেন, রেহমান সোবহান অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে বিষয়গুলো বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। রেহমান সোবহান সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ চিন্তাধারা কেন বিশালভাবে বিকশিত হয়নি, সে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমরা মনে করি, তিনি (রেহমান সোবহান) আরও একটি বই লিখবেন এবং এ বিষয়টি পরিষ্কার করবেন।

সমকাল
Date: 31-01-2016 Page: 03, Col: 6-8 Size: 42 Col*Inc

শনিবার রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টার ইন মিলনায়তনে আলোচনা সভায় সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান বক্তব্য রাখেন ■ সমকাল

শুধু স্মৃতিকথা নয় ইতিহাসের দলিল

বিশেষ প্রতিনিধি

১৯৫৭ সালে যখন তিনি ঢাকায় নামেন, তখন তিনি কেবলই একজন বাদামি রঙের বিদেশি বাবু। বাংলা বলতে পারেন না। ইলিশ মাছের স্বাদ কেমন, জানেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা নজরুল ইসলামের গানও তেমন আগ্রহ নিয়ে শোনেন না। কিন্তু এ মানুষটিই কেমব্রিজে অধ্যাপনা, বিদেশে আরও বড় চাকরি কিংবা পারিবারিক প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে বড় ব্যবসার সুযোগ ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দিয়ে এখানেই স্থায়ী হয়েছিলেন। এরপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্যে এসে এই মানুষটি ১৯৫৭ সালের পর থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখেন। স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতি তৈরিতেও তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অধ্যাপক রেহমান সোবহান। শৈশব, কৈশোর থেকে পূর্ণতার দিকে যাত্রা নিয়ে নিজের জীবনস্মৃতি লিখেছেন অনুপম সাহিত্যশৈলীতে। তার স্মৃতিকথা শুধু একটি বই নয়, হয়ে উঠেছে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অন্যতম দলিল।

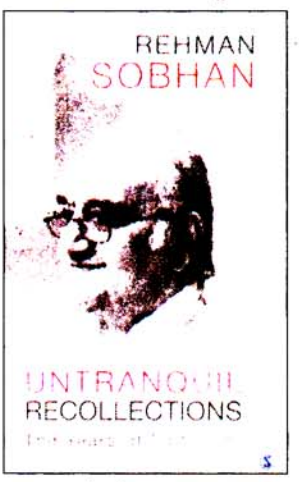

'আনট্রানকুয়িল রিকালেকশন্স, দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট' বইয়ের প্রচ্ছদ

'আনট্রানকুয়িল রিকালেকশন্স : দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট' নামের এ বইটি নিয়ে আলোচনায় বিশিষ্টজনের অভিমত, দেশের তরুণ সমাজের কাছে এটি অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত, তাদের জানা উচিত, বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের নেপথ্যে বিপুল আত্মত্যাগ আর না-জানা বিশাল কর্মযজ্ঞের ইতিহাস। বইটি সম্পর্কে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, তিনি নিজের কথাগুলো লিখেছেন। তার বেড়ে ওঠা ও পূর্ণতা অর্জনের সময়গুলোর সময়কার রাজনীতি, অর্থনীতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ চলে এসেছে, যেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধ বড় অংশ। স্মৃতিচারণ কিংবা নিজের জীবনের গল্পে যেখানে সময়ের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সেখানে তিনি নিজের বিবেচনায় বিশ্লেষণও দিয়েছেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সংবিধানপ্রণেতা ড. কামাল হোসেন বলেন, তরুণ সমাজের কাছে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিশ্লেষণসহই রেখে যেতে হবে, যেমন অধ্যাপক রেহমান সোবহান রেখে যাচ্ছেন। তাহলে যতভাবেই রাজনীতিতে সংকট আসুক, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূলনীতি গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় সমাজতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার থেকে দূরে সরে যাবে না বাংলাদেশ। রেহমান সোবহানের বইটি জাতীয় ঐকমত্য গঠনেও ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি মত দেন।

প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত তৈরিতে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায়কে পক্ষে আনতে ভূমিকা রেখেছেন, বিদেশে দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশে ভূমিকা রেখেছেন এবং দেশে দেশে সাধারণভাবে জনমত সংগঠিত করতেও ভূমিকা রেখেছেন। তার বইটি থেকে মুক্তিযুদ্ধের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অজানা অধ্যায় সম্পর্কে জানা যাবে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী,

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

শুধু স্মৃতিকথা নয়

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

ড. কামাল হোসেনের 'বাংলাদেশ : কোয়েস্ট ফর ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস' এবং অধ্যাপক রেহমান সোবহানের 'আনট্রানকুয়িল রিকালেকশন্স : দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট' বই তিনটিকে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের 'ট্রিলজি' হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বই নিয়ে 'স্টাগল ফর বাংলাদেশ' শিরোনামে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত এ আলোচনা সভায় মূল পাঁচ আলোচক ছিলেন ড. কামাল হোসেন, ড. গওহর রিজভী, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক এম এম আকাশ এবং ড. সুলতান হাফিজুর রহমান। সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন ড. আকবর আলি খান, মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সমশের মবিন চৌধুরী, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া, রাশেদা কে চৌধুরী, ড. রওনক জাহান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, মফিদুল হক, আবুল হাসান চৌধুরী ও শারমীন মুরশিদ। উপস্থিত ছিলেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাঈদুজ্জামান, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রধান সুলতানা কামাল, অর্থনীতিবিদ বিনায়ক সেনসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিরা। আলোচনা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান।

আলোচনায় অংশ নিয়ে অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বইটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে উঠে এসেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঘটে যাওয়া অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে বইটি থেকে।

অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, বইটিতে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে এসেছে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সময়ে রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণের ইতিহাস। এ তথ্য অধ্যাপক রেহমান সোবহানের কাছের অনেকেই জানতেন; কিন্তু এখন যারা বইটি পড়বেন তারা সবাই জানবেন।

ড. আকবর আলি খান বলেন, বইটি থেকে অভিজাত পরিবারের সন্তান অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বেড়ে ওঠা এবং কর্মময় জীবনের চিত্র জানা যায় এবং এটাও জানা যায়, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে নীতি গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, শুধু স্বাধীনতা সংগ্রাম কিংবা মুক্তিযুদ্ধ নয়, অধ্যাপক রেহমান সোবহানের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী অধ্যায় নিয়ে আরও একটি বই লেখা উচিত। তাহলে মানুষ জানতে পারবে, কেন বঙ্গবন্ধু একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার ইতিহাস জানা যেমন জরুরি, তেমনি স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে কী ঘটেছিল, তাও জানা জরুরি।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহান চিন্তায় সমাজতন্ত্রের আদর্শ ধারণ করতেন। আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে সমাজতন্ত্রের যে অন্তর্ভুক্তি, সেখানে অধ্যাপক রেহমান সোবহানই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বলা হয়, অধ্যাপক রেহমান সোবহান বামপন্থি এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করেছেন।

ড. রওনক জাহান বইটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্ব বিভাগের কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন।

দেশের কল্যাণে প্রতিদিন
ভোরের পাতা
Date:31-01-2016 Page: 02, Col 6-8 Size:09 Col*Inc

গতকাল শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. রেহমান সোবহান -ভোরের পাতা